দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 17 MAR 2017
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৬

চারদিকে ইটভাঁটি ॥ দূষিত ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন স্কুল

মামুন-অর-রশিদ, রাজশাহী ॥ ইটভাঁটির চিমনি বেয়ে প্রতিনিয়ত নির্গত হচ্ছে কালো ধোঁয়া। একটি কিংবা দুটি নয়, পাশাপাশি তিনটি ইটভাঁটির চিমনি বেয়ে সমানে নির্গত কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন একটি স্কুল। বছরের পর বছর ধরে এভাবেই কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন স্কুলে পাঠদান চলছে রাজশাহীর গোদাগাড়ী উপজেলার কাদিপুর গ্রামে। ফলে দিন দিন কমছে এ স্কুলের শিক্ষার্থীর সংখ্যা।

শুধু স্কুল নয়, আশপাশের বসতিতেও বাস করা দায় হয়ে গেছে ওই গ্রামে। বাতাস যেদিকেই বয় স্কুল আর গ্রামের মানুষকে আচ্ছন্ন করে বিষাক্ত কালো ধোঁয়ায়। কারণ, স্কুল আর গ্রামের তিন পাশেই রয়েছে ইটভাঁটি।

জানা গেছে, উপজেলার কাদিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৫০ গজের মধ্যেই রয়েছে তিনটি ইটভাঁটি। এসব ইটভাঁটির কালো ধোঁয়ায় প্রতিনিয়ত দূষিত হচ্ছে স্কুলসহ এলাকার পরিবেশ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা দূষিত কালো ধোঁয়া ও ধুলাবালির মধ্যেই চালাচ্ছে পাঠদান।

স্থানীয়রা জানায়, ১২ বছর ধরে চলছে এ অবস্থা। বিদ্যালয়টি থেকে ৫০ গজ দূরে দুটি ইটভাঁটি রয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। আর চলতি বছর স্কুলের পাশে নতুন করে আরও একটি ইটভাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে। ফলে তিন দিকের ইটভাঁটির বিষাক্ত কালো ধোঁয়ায় এলাকার ফলদ গাছ ও জমির ফসল নষ্ট হচ্ছে। সর্বচেয়ে দুর্ভোগের মধ্যে রয়েছে স্কুলের কোমলমতি শিক্ষার্থীরা। শিশুরা দূষিত কালো ধোঁয়া ও ধুলাবালির কারণে বিভিন্ন রোগে আক্রান্তও হচ্ছে। ফলে ক্রমেই বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি কমে যাচ্ছে।

জানা যায়, ২০০০ সালে প্রতিষ্ঠিত কাদিপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়-২-এ বর্তমানে শিক্ষার্থীর সংখ্যা ২১০ জন। শ্রেণীকক্ষ রয়েছে তিনটি। শিক্ষক চারজন। শ্রেণীকক্ষ সঙ্কটের কারণে ভাঙ্গা ঘরে ঠাসাঠাসি করে বসে ক্লাস করে শিক্ষার্থীরা। ওপরে ছাপড়া টিনের সঙ্গে ইটভাঁটির কালো ধোঁয়া ও বালিতে খরা মৌসুমে শ্রেণীকক্ষে বসে ক্লাস করা সম্ভব হয় না।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইমাম হোসেন জানান, বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পর থেকে শ্রেণীকক্ষ সঙ্কট রয়েই গেছে। নতুন ভবন নির্মাণের জন্য আবেদন করা হয়েছে। তিনি বলেন, শ্রেণীকক্ষের অভাবে ঠাসাঠাসি করে পাঠদান চালালেও তিন দিকের ইটভাঁটির কারণে শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হচ্ছে। তা মেনে নিয়েই পাঠদান করছে শিক্ষকরা। প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, ইটভাঁটির কালো ধোঁয়ার কারণে অনেক অভিভাবক তাদের সন্তানকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করে না।

এ গ্রামের উজ্জ্বল হোসেন নামের এক অভিভাবক বলেন, ইটভাঁটি স্থাপনে এলাকাবাসী বিরোধিতা করে এলেও তা বন্ধ হয়নি। ১২ বছর ধরে পাশাপাশি (স্কুল ঘেঁষে) দুটি ইটভাঁটি চালু রয়েছে। এ বছর আরও একটি নতুন ইটভাঁটি গড়ে তোলা হয়েছে। কোথাও অভিযোগ করে কোন কাজ হয়নি বলে জানান তিনি। ফলে পরিবেশ নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ছেন এলাকাবাসী।

এলাকাবাসী জানায়, ইটভাঁটির দূষিত কালো ধোঁয়া ও ধুলাবালিতে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি গ্রামের শিশু ও নারীরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন। এ গ্রামে ৫ শতাধিক বাড়িঘর, হাজার হাজার ফলদ গাছ ও ফসলি জমি রয়েছে। সবগুলোয় ক্ষতির মুখে পড়েছে।

জানা গেছে, স্কুলের পাশে গড়ে ওঠা ইটভাঁটিগুলোর পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র নেই। এসব ইটভাঁটি কিভাবে চলছে তা এলাকাবাসী জানার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন। ভাঁটির মালিকরা প্রভাবশালী হওয়ায় স্থানীয়রা হয়রানির ভয়ে প্রতিবাদের সাহস পান না। পরিবেশ অধিদফতরের ছাড়পত্র আছে কি না, সে বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি ইটভাঁটির মালিকরা। তারা দাবি করেন, সংশ্লিষ্ট দফতরের অনুমোদন নিয়েই তারা ইটভাঁটি গড়েছেন।

গোদাগাড়ী শিক্ষা অফিসার রাখী চক্রবর্তী বলেন, বিষয়টি নিয়ে তারাও বিড়ম্বনায় রয়েছেন। কোনভাবেই স্কুলের পাশে ইটভাঁটি গড়ে তোলার নিয়ম বা বিধি না থাকলেও এখানে হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে পরিবেশ অধিদফতরের সঙ্গে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেয়া হবে বলে জানান তিনি।